দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 13 JAN 20 3 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ৪

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা নামে নতুন মন্ত্রণালয় ঘোষণা; দায়িত্বে প্রধানমন্ত্রী নিজেই

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দেশে শিক্ষা প্রসারে তাঁর সরকারের নেয়া বিভিন্ন কর্মসূচীর অংশ হিসাবে 'প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়' নামে নতুন একটি মন্ত্রণালয় গঠন করেছেন। বর্তমান প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পরিণত হবে এবং প্রধানমন্ত্রী নিজে এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকবেন।

বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী কেন্দ্রে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহের [illegible] অধিবেশনে বক্তৃতাকালে তিনি [illegible] এই মন্ত্রণালয় গঠ[illegible] কথা ঘো[illegible]। খবর বাসসর।

প্রধানমন্ত্রী একুশ শতকের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পুনর্বিন্যাস করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। তিনি প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার ন্যূনতম মান নিশ্চিত করতে ২০০৩ সালকে 'সুশিক্ষা বর্ষ' হিসাবে ঘোষণা করেন।

প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য দেশব্যাপী কম্পিউটার বিতরণ কর্মসূচীও

(২- পৃষ্ঠা ৪-এর ক কলাম দেখুন)

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা

(প্রথম পাতার পর) উদ্বোধন করেন। এর আওতায় প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন কলেজে পর্যায়ক্রমে ২৫ হাজার কম্পিউটার বিতরণ করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী প্রতিটি শিশুকে স্কুলে আনার মাধ্যমে শিক্ষার হার আরও বৃদ্ধি এবং শিক্ষা প্রসারের আহ্বান জানান। তিনি এ বছরের শিক্ষা সপ্তাহের স্লোগান 'স্ব[illegible]রতা অর্জনে শিক্ষাকে সার্থক করতে শিক্ষার মাধ্যমে মা[illegible]বিক মূল্যবোধ ও নৈতিক চেতনা বিকাশের ওপরও জোর দেন।

বেগম জিয়া বলেন, অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিবেশের অভাব, মানসম্পন্ন শিক্ষকের সঙ্কট এবং শিক্ষকদের অবহেলা ও কর্তব্যহীনতাসহ বিভিন্ন কারণে শিক্ষার্থীরা মানসম্পন্ন শিক্ষা অর্জন করতে পারছে না।

বেগম জিয়া বলেন, সরকার ছাত্রছাত্রীদের হাতে সময়মতো বই তুলে দেয়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভবন নির্মাণ ও সংস্কার এবং শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহের পদক্ষেপ নিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এক বছর সময়ের মধ্যে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার ন্যূনতম মান অবশ্যই অর্জন করতে হবে।

বেগম জিয়া বলেন, মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষায় সহায়তার জন্য মাধ্যমিক পর্যায় থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষার সকল স্তরে 'শহীদ জিয়াউর রহমান আইসিটি স্কলারশিপ' ও 'প্রধানমন্ত্রী স্কলারশিপ' প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এএনএইচ এহসানুল হক মিলন, শিক্ষা উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু, প্রধানমন্ত্রীর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম এবং শিক্ষা সচিব শহিদুল আলম বক্তৃতা করেন।

প্রধানমন্ত্রী দেশব্যাপী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার এবং প্রাথমিক স্কুল ও এবতেদায়ি মাদ্রাসার ছাত্রদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী, এমপি, কূটনীতিক, শিক্ষক, ছাত্র ও শিক্ষাবিদগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রজ্ঞাপন জারি

রাষ্ট্রপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পরিবর্তিত করেছেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বৃহস্পতিবার এ সংক্রান্ত এক প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।